দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 FEB 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জ্ঞানভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলুন

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

■ কাজী খায়রুল হোসেন

রক্তঝরা একুশের ৫৮ বছর পরে এসে ঝলমলে আলোকিত পরিবেশে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাতে সম্মাননা তুলে দিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সম্মাননা প্রদান শেষে আবেগাপ্লুত প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানভিত্তিক, উদার, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, একুশ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক-বাহক। যতদিন একুশ আমাদের চেতনায় বেঁচে থাকবে, ততদিন এ দেশের মানুষের হৃদয় থেকে অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মুছে ফেলা যাবে না। প্রতিষ্ঠা করা যাবে না জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ। তিনি একুশের চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান।

গতকাল শনিবার সকালে ওসমানী মিলনায়তনে একুশে পদক-২০১০ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত বক্তৃতাকালে ৩ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক ২০১০ প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন —পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনা আরো বলেন, বাঙালি জাতি সংগ্রামী জাতি, প্রতিবাদী জাতি। হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালির বীরত্বগাথা আমরা দেখতে পাই। একুশে আমাদের সেই সংগ্রামী চেতনাকে আরো শাণিত করেছে। আমাদেরকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, প্রতিরোধ করতে শিখিয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের বীরত্বের কথা তুলে ধরা।

২০১০ সালের একুশে পদক যারা পেয়েছেন তারা হচ্ছেন: ভাষা সংগ্রামে বিশেষ অবদানের জন্য- ডাঃ গোলাম মাওলা (মরণোত্তর), সাহিত্যে কবি মোহাম্মদ রফিক, সাঈদ আহমদ (মরণোত্তর) ও হেলেনা খান, গবেষণায় ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (মুনতাসীর মামুন), সামাজিক উন্নয়নে এএসএইচকে সাদেক (মরণোত্তর), সমাজসেবায় সৈয়দা জোহরা নূরী রহমান, সমাজ উন্নয়নে এমএম হানিফ (হানিফ সংকেত), মুক্তিযুদ্ধে পার্থ প্রতীম মজুমদার, নাট্যকলায় নাসির উদ্দিন ইউসুফ, চিত্রশিল্পীতে একেএম আবদুর রউফ (মরণোত্তর), ইমদাদ হোসেন (মরণোত্তর), সঙ্গীতে আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, নৃত্যে লায়লা হাসান এবং কাজী সাংবাদিকতায় মোহাম্মদ আলম (মরণোত্তর)।

পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনও বক্তৃতা করেন। পদক বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব আবদুল আজিজ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তৃতার শুরুতে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য যারা অকাতরে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন সেই বরকত, জব্বার, রফিক, সালামসহ নাম না জানা ভাষা শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি শ্রদ্ধা জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সাল থেকেই বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালি জাতিই বুকের রক্ত দিয়ে ভাষার অধিকার রক্ষা করেছে, আমরা বাঙালি জাতি হিসাবে খুবই ভাগ্যবান। বিশ্বে বর্তমানে প্রায় সাত হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। কিন্তু ভাষা আছে যা শুধু মুখে বলা হয়, লিখিত কোন রূপ নেই। আবার অনেক ভাষার নেই কোন নিজস্ব বর্ণমালা। কিন্তু বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম ভাষা যার কথ্য ও লিখিত রূপ দুইটাই আছে। আছে নিজস্ব বর্ণমালা।

তিনি আরো বলেন, ভাষা সংরক্ষিত হয় চর্চার মাধ্যমে। বাংলা ভাষার আজকের যে সমৃদ্ধি তার মূলে রয়েছে এর ধারাবাহিক চর্চা। মধ্য যুগ থেকে শুরু করে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে আমাদের কবি-সাহিত্যিক ও মনীষীদের জ্ঞান ও প্রতিভার ছোঁয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে